প্রথম আলো

তারিখ 26 DEC 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ

মোশতাক আহমেদ ●

দেশের স্নাতক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৭৫ শতাংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হলেও এর শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। সমস্যা ও সংকটের ব্যাপকতা তুলে ধরে কমিশন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। এর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির প্রতিবেদন

শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বেগজনক, স্নাতকদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মাথায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই মত প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে সরকার-সমর্থক নতুন উপাচার্য কাজী শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সংকটমুক্ত করার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু গত প্রায় সাড়ে তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অ্যাকাডেমিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করেছেন সরকারদলীয় স্থানীয় সাংসদ

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আ ক ম মোজাম্মেল হোসেন। মামলার তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

জানা যায়, এই প্রথম ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়টির সেশনজট গুরুতর পর্যায়ে থাকলেও তা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা দৃশ্যমান নয় বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বে থাকা কমিশনের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এই নাজুক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ৩৮তম বার্ষিক এই প্রতিবেদন শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় প্রায় আড়াই হাজার অধিভুক্ত কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ। প্রতিবছর এই সংখ্যা বাড়ছে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণমানের অবনতি ঘটছে।

এই প্রেক্ষাপটে ইউজিসি বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছে। চলমান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়ার বদলে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেবল এমএস ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালুর সুপারিশ করা হয়েছে।

সুপারিশে বলা হয়েছে, কেবল ঢাকা বিভাগের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত থাকবে। অন্য ছয়টি বিভাগীয় শহরে একটি করে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভাগের স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানকারী কলেজগুলোকে এর আওতায় অধিভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই রকম মত প্রকাশ করলেও তাঁকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নে গঠিত কমিটি প্রতিটি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করে ওই বিভাগের কলেজগুলোকে ওই কেন্দ্রের অধীনে পরিচালনা করতে বলেছিল। কিন্তু গত প্রায় আড়াই বছরে সেই সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য পাঁচটি বিভাগে বাড়ি ভাড়াও নিয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রগুলো চালু করতে পারেনি। আঞ্চলিক কেন্দ্র কতটা সফল হবে, এতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে বাড়ি ভাড়া নিয়ে কিছু জনবল পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি চলছে। ছুটি শেষে উর্ধ্বতন কিছু কর্মকর্তাকে এসব কেন্দ্রে পদায়ন করা হবে। তিনি আশা করেন, আগামী মাসে এসব কাজ শেষ হবে। এরপর কেন্দ্রগুলো চালু করা যাবে। সহ-উপাচার্য বলেন, এই কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে কী কী সেবা দেওয়া হবে, তার তালিকা করা হয়েছে।

ইউজিসির প্রতিবেদনে কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কলেজগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম তদারক করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা অভিযোগ করে আসছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চার বছরের স্নাতক সম্মান ও এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করতে তাঁদের সময় লাগছে সাত থেকে আট বছর। এতে করে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে পিছিয়ে পড়ছেন। দেশের অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট কমে এলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে না কমায় এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও হতাশা।

ইউজিসির প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট গুরুতর পর্যায়ে এবং এটি নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের কাছে দৃশ্যমান নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ইউজিসির প্রতিবেদনের সঙ্গে দ্বিমত করে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সেশনজট আছে, এটা অস্বীকার করছি না। তবে এটি নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা দৃশ্যমান নয় বলে যা বলা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। কারণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, অনেক কলেজে একাদশ শ্রেণী থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেবল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া, বেসরকারি কলেজগুলোর পরিচালনা কমিটিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিটিতে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম তদারক করার দায়িত্ব থাকলেও এটি সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়ন বা বদলি-সংক্রান্ত কাজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভূমিকা নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দুই হাজারেরও বেশি কলেজ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দুরূহ কাজ।

কমিশন যেসব কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক উভয় পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলোকে আলাদা দুটি কলেজে রূপান্তর করার সুপারিশ করেছে। এ ছাড়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান মূল ক্যাম্পাস) ও বিভাগীয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কেবল নির্বাচিত কলেজে মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম সীমিত রাখার কথা বলা হয়। আর মাস্টার্স পর্যায়ে ভর্তি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা স্নাতকদের জন্য উন্মুক্ত রেখে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই করার পদ্ধতি প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে।

অধিভুক্ত কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অর্পণ এবং এসব শিক্ষকের চাকরি বিধিমালা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতো করতেও বলেছে ইউজিসি।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা প্রতিবেদনে আমাদের কথা বলেছি। এখন সরকার সেগুলো বাস্তবায়ন করবে। এ জন্য সরকার ইউজিসিকে বলতে পারে। এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বসে কর্মপন্থা ঠিক করে কাজ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, সরকার চাইলে আলাদা কমিটি গঠনের মাধ্যমেও সেটি করতে পারে।'